সংবাদ

22 MAY 2016
তারিখ ... 22 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষক লাঞ্ছনা এবং সাম্প্রদায়িকতা

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্ষমতাসীনদের হাতে শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতিত হন। এই নির্যাতনের প্রতিবাদে সারদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মানববন্ধন, সভা সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল এবং কানধরে থাকার মতো প্রতিবাদ। তাছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইস বুকে বাংলার ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তিদের কান ধরে থাকার ছবি প্রতিবাদ হিসেবে অনেকেই পোস্ট করেছেন। নারায়ণগঞ্জের স্কুলের প্রধান শিক্ষক শারীরিক এবং মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হন দেশের একজন আইন প্রণেতার হাতে। তাই বিষয়টিকে নিছক ঘটনা হিসাবে বিজ্ঞ সমাজ দেখছে না। কারণ দেশের সাংসদরা আইন প্রণয়নের কাজে অংশ নেন। দেশ পরিচালনার জন্য আইন প্রণেতা সাংসদ নিজে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় সালিশির মাধ্যমে বিচার সম্পন্ন করেন। তার বিচারে প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত দোষী প্রমাণিত হয়। সাংসদের বিচার অনুসারে দোষের প্রাপ্য শাস্তি হিসাবে শ্যামল কান্তি ভক্তকে কান ধরে উঠবোস করান নিজে উপস্থিত থেকে। কানধরে উঠবোস করতে গিয়ে শিক্ষক শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শাস্তি ভোগ করার এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

যে অপরাধে শ্যামল কান্তি ভক্তের এই মধ্যযুগীয় সাজা ভোগ করতে হয়েছে তা শুনলে আরো অবাক হতে হয়। প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত নাকি তার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রকে ধমক দিতে গিয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন। ছাত্রটি ইসলাম ধর্মানুসারী। অজ্ঞাতনামা কিছু লোক স্থানীয় মসজিদের মাইক যোগে প্রচার করে, পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কটূক্তি করেছে তার বিচার হওয়া দরকার। আর এই মাইকিংকে পুঁজি করে এগিয়ে আসেন স্থানীয় সংসদ সদস্য তারপর তার দ্বারা উল্লেখিত 'বিচার' সম্পন্ন হয়। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি সাংসদকে খুশি করার জন্য প্রধান শিক্ষককে তাৎক্ষণিকভাবে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। বিষয়টি কতটুকু নিয়ম নৈতিকতা বা প্রচলিত আইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হলো তার বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। দেশের আইন যারা তৈরি করেন তারা কি নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারেন? দেশের প্রচলিত আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত না হলে তাকে কি সাজা দেয়া যায়? তাছাড়া মসজিদের মাইক এভাবে উস্কানিমূলক কাজে ব্যবহার করাটা কি ঠিক হয়েছে? স্কুল ব্যবস্থা কমিটি কি ইচ্ছা করলে যে কোন শিক্ষককে তদন্ত বিহীন বরখাস্ত করতে পারেন? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর সরকারের শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের দেয়া উচিত। কারণ দেখা গেছে যে ছাত্রকে ধমক দেয়ার সময় প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন বলে গুজব রটানো হয়েছে সেই ছাত্র বলছে স্যার তাকে ধর্ম সম্পর্কে কোন কটূক্তিই করেন নাই। ছাত্রটি অভিভাবক বলছেন, তার সন্তান তার কাছে প্রধান শিক্ষক যে ধর্ম সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন এমন কথা জানায় নাই। তাছাড়া স্থানীয় মসজিদের ইমাম গণমাধ্যম গুলিতে বলেন, শ্যামল কান্তি ভক্ত যে ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করেছে এমন অভিযোগ তার কাছে কেউ করে নাই। তা হলে মসজিদের মাইক কিভাবে ব্যবহৃত হলো। বিষয়টি সার্বিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করা হয়েছে। সেলিম ওসমান জাপা দলীয় সাংসদ, তার দল রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়ে জনসমর্থনের চেষ্টা চালিয়েছিল স্বৈরাতান্ত্রিক আমলে আর এবার তিনি একজন নিরীহ শিক্ষককে নাজেহাল করেছেন ধর্মকে ব্যবহার করে। তার চতুরতার বিষয়টি মানুষ জ্ঞাত হয়ে গেছে। শ্যামল কান্তি ভক্তকে ধর্ম সর্ম্পকে কটূক্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করার পেছনের রহস্য হলো জনগণ যেন তার সাংসদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ না হয়। এভাবেই দেখা যায় রাজনৈতিক মাঠের অনেক অপকর্ম ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ধামাচাপা দেন। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা ক্ষমতাসীনদের কাছে জিম্মি। দেশের বিভিন্ন এলাকায় নীরবে নিভৃতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন, আত্মসম্মান এবং চাকরি হারানোর ভয়ে শিক্ষক কর্মচারীরা কিছু বলছেন না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায়ায় গড়ে উঠা ম্যানেজিং কমিটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান গুলিতে চালান ত্রাসের রাজত্ব। ময়মনসিংহ অঞ্চলে একজন সাংসদের হাতে শিক্ষককে দিগম্বরও হতে হয়েছে। তাছাড়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে পরীক্ষার হলে মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারের সম্মুখীনও হয়েছেন শিক্ষক।

তবে এবার নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে একটি ব্যতিক্রমী কৌশলে লাঞ্ছনা করা হয়েছে। এই লাঞ্ছনার বিষয়টি দুই স্তরে বিভক্ত। কেউ বলছেন একজন শিক্ষককে অপমান করা হয়েছে তার বিচার চাই আবার কেউ বলছেন একজন হিন্দু ধর্মানুসারী সংখ্যালঘুকে নিগৃহীত করা হয়েছে তার বিচার চাই। কিন্তু মুল বিষয়টি হচ্ছে একটি প্রলেপের মাধ্যমে একজন শিক্ষককে অপমান এবং লাঞ্ছনা করা হয়েছে আর এখানে ধর্মকে প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাই যারা প্রতিবাদ করছেন তাদের কাছে মুখ্য হওয়া উচিত একজন শিক্ষককের লাঞ্ছনার বিচার চাওয়া। এখানে ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতার লেবাস লাগানো যুক্তিহীন। নারায়নগঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, গণমাধ্যমগুলো সেলিম ওসমানের বিষয়টি বিকৃতভাবে প্রচার করছে। এ ধরনের অবাস্তব সংবাদ সম্মেলনের উদ্যেশ্য কি। তাছাড়া এই সাংসদের হাতে শিক্ষক যে নাজেহাল হয়েছেন তার প্রমান কিছু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের কর্মকাণ্ডে স্পষ্ট হয়ে যায়, আমাদের সময় ডট কমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, বুধবার তাহরিকে খতমে নবুয়্যত বাংলাদেশ নামের সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্যামল কান্তি ভক্তের ফাঁসির দাবি জানানো হয়। আর এ দাবি স্বপক্ষের মিছিলটি চাষাড়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। পরে সমাবেশে বক্তারা ইসলাম রক্ষায় সকল মুমিন-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। একইসাথে এমপি সেলিম ওসমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করা হয়। তাহরিকে খতমে নবুয়্যত সভাপতি এনায়েল উলদ্বাহ আব্বাসী বলেন, এমপি সেলিম ওসমানের বিরোধিতায় যারা নেমেছে তারাও ধর্মদ্রোহী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী। বামপন্থি নাস্তিকদের আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, বর্তমান এমপির সাথে যে দণ্ড সেটা সিটি করপোরেশনের কোনো দণ্ড নয়। এটা হচ্ছে মুসলমানের সাথে নাস্তিকের দণ্ড। ফেইস বুকে জনৈকি ব্যক্তি একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরের ধর্মীয় অনুভূতিতে এবং মুসলমানদের আলদ্বাহ নবী নিয়ে গালাগাল করে, সে কিভাবে সম্মান পেতে পারে, সে এই ধরনের শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। অর্থ্যাৎ সেলিম ওসমান যে কাজটি করেছেন তা ঠিক। এখন প্রশ্ন হলো শ্যামল কান্তি ভক্ত কি ধরনের কটূক্তি করেছিলেন তা কি কেউ জানেন। ফেইস বুকে সাংবাদিক আরিফ রেজা মাহামুদ একটি স্টেটাসে লিখেছেন, ঐ স্কুল পরিচালনা কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি এবং স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক বলেছেন, ধর্মীয় বিষয়ে প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে কোন কথা বলতে তিনি শোনেননি এমন কি কোন শিক্ষার্থীও তার কাছে এ ধরনের অভিযোগ করেনি। এ ধরনের কিছু কেউ তাকে জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ ভাবে শ্যামল কান্তি ভক্তকে কিছু বলতেন বলেও জানান। এখন সবার প্রশ্ন কেন ধর্মকে জড়িয়ে প্রধান শিক্ষককে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছনা করা হলো। কিছু মৌলবাদী সংঠন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। তিনি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টি তদন্ত করার পর প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে প্রধান শিক্ষক পদে পুনর্বহাল করে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, লাঞ্ছিত শিক্ষক শ্রামল কান্তি ভক্ত নির্দোষি, তিনি ধর্ম সম্পর্কে কোন কটূক্তি করেন নাই। শিক্ষমন্ত্রীর তদন্তে যদি এটা প্রমান হয় তাহলে শ্যামল কান্তি ভক্তকে যারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করে সমাজে হেয়প্রতিপন্ন করল তাদের বিরুদ্ধে কেন শিক্ষামন্ত্রী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন না। যে সকল ব্যক্তি শিক্ষক লাঞ্ছনা করার অপরাধের সঙ্গে জড়িত তাদের মুখাবয়ব গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদে দেখা গেছে কিন্তু দুর্ভাগ্য এদের বিরুদ্ধে কেউ কোন ব্যস্থা নিচ্ছেন না। ধর্মকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েছে যারা তারাও অপরাধী, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াও দরকার। দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্যেশ্যে এক ধরনের হীন প্রচেষ্টা চলছে। দেশের বিবেকবান মানুষের উচিত এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

দেশের সব এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা দরকার। নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি শ্যামল কান্তি ভক্তকে কি অপরাধে বরখাস্ত করল? তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নাই, তবে ব্যবস্থাপনা কমিটি যে সাংসদের তল্পিবাহক এটা বোঝা গেল। আর যে ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ধরনের জঘন্যতম কর্মকে সাপোর্ট করে সেই ব্যবস্থাপনা কমিটি দিয়ে শিক্ষার মানের কতটুকু উন্নয়ন ঘটবে তা দেশের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। দেশের সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংসদের অনুগতরা ব্যবস্থাপনা কমিটিতে স্থান পেয়ে থাকে। এখানে যোগ্যতা এবং শিক্ষার মাপকাঠি দেখা হয় না ফলে অযোগ্যরা স্থান পায় আর এই কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে দিন দিন অনিয়ম আর দুর্নীতির স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হচ্ছে।

রাজনীতিসহ সকল বিষয়ে এখন ধর্মকে ব্যবহার করা হয় সুনিপুন কৌশলে। আর ধমর্কে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে অপকর্মকারীরা তার অপকর্মকে জায়েজ করে। শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনাকেও সাম্প্রদায়িকতার রূপ দেয়ার চেষ্টা চলছে। তাই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত। এই ঘটনার মূল হোতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পদক্ষেপের কারণেই দেখা যাচ্ছে এক দল মৌলবাদী ফুঁসে ওঠার চেষ্টা করছে। তাই রাষ্ট্রকে ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়া খুবই জরুরি।

[লেখক : কলামিস্ট]